ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১২৩ ● কলকাতা ● ২৪ বৈশাখ, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ০৮ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অপারেশন সিঁদুরের পর সিঁদুরে মেঘ দেখছে পাকিস্তান! সেনাকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দিয়ে যুদ্ধের বার্তা

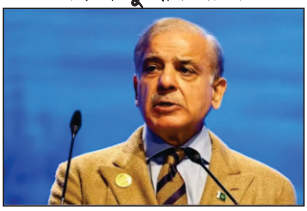

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এবার কি তাহেল ভারতের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে নামবে পাকিস্তান? অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রশ্নটাই এখন জোরালো হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, ভারতে পালটা প্রত্যাঘাত করতে সেনা বাহিনীকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দিয়েছে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

প্রত্যাঘাতের কথা স্বপ্নেও ভাববেন না', অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানকে সতর্ক করল আমেরিকা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভুলেও প্রত্যাঘাতের কথা ভাববেন না', অপারেশন সিঁদুরের পর বদলার হুঁশিয়ারির পালটা পাকিস্তানকে সতর্ক করল আমেরিকা। হামলা পালটা হামলার জেরে পরিস্থিতি যাতে যুদ্ধের দিকে না গড়ায় তা মাথায় রেখে পাকিস্তানকে ফোন সতর্ক করলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও।পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডেলে মার্কো রুবিও লেখেন, 'গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে হোয়াইট হাউস। দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজতে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।' অন্যদিকে, হামলার তথ্য প্রকাশ্যে আসার পর বিবৃতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'এটা লজ্জাজনক। আমি চাই দু'দেশের এই সংঘাত তাড়াতাড়ি থামুক। অনেকদিন ধরে ওরা লড়াই করছে।'

হোয়াইট হাউসের একটি সরকারি সূত্রের দাবি অনুযায়ী, রুবিও স্পষ্ট জানিয়েছেন

এরপর ৩ পাতায়

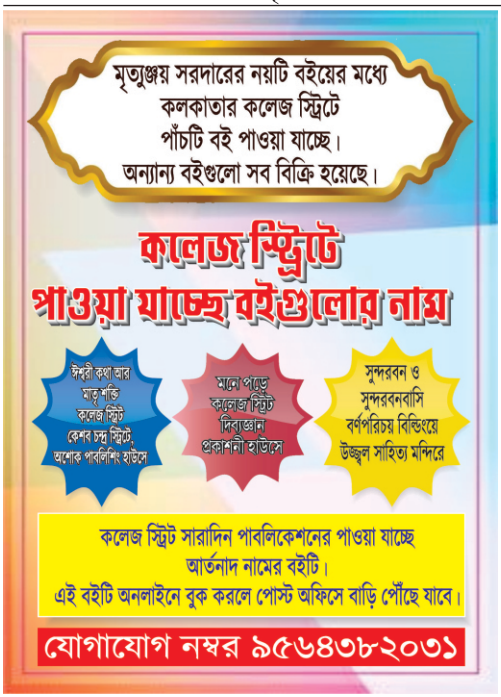

পাকিস্তান' থেকে 'ভারতমাতা মোড়', রাতারাতি আবার নতুন নাম পেল শিলিগুড়ির রাস্তা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শিলিগুড়ি: ৪৮ ঘণ্টায় তিনটি নামবদল! 'পাকিস্তান' থেকে 'ভারতমাতা', অবশেষে শিলিগুড়ির বিশ্বাস কলোনির এক মোড়ের নাম হল 'বিশ্বাস কলোনি' মোড়। 'ভারতমাতা মোড়ে'র উপর নতুন স্টিকার লাগানো হল। কিন্তু কে বা কারা লাগাল তা নাকি কেউ জানে না। যদিও এলাকার বাসিন্দারা বেশ খুশি।কেউ বা কারা 'ভারতমাতা' সরিয়ে ওই পোস্টারের উপর বিশ্বাস কলোনি মোড় নামের পোস্টার লাগিয়ে দেয়। আর মঙ্গলবার সকাল থেকে ওই ঘটনায় ফের চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এলাকাবাসী বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "আমাদের আগের নাম ভারতমাতা নামেও কোনও অসুবিধা ছিল না। এই নামেও কোনও অসুবিধা নেই। তবে কারা এই কাজ করল জানা নেই।" মহম্মদ আসলাম বলেন, "আমাদের ভারতমাতা মোড় নামে কোনও অসুবিধা ছিল না। তবে এই মোড়টি আগে থেকেই বিশ্বাস কলোনি মোড় নামেই পরিচিত। এই পোস্টার কারা লাগিয়েছে জানা নেই।" এবিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হেমলাল ছেত্রী বলেন, "এটা বিশ্বাস কলোনি মোড় বলেই পরিচিত। পাকিস্তান মোড় বলে এখানে কিছু নেই। তাই পুরনো নামেই যদি সবাই সন্তুষ্ট হয় তাহলে নতুন নামের দরকার নেই।"কারণ তাদের ঠিকানায় 'বিশ্বাস কলোনি' লেখা রয়েছে। তাই নতুন নামে তারা কিছুটা সমস্যায় পড়লেও আবার পুরনো নাম ফিরতেই খুশি সকলে।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনির এক মোড়ের নাম 'পাকিস্তান মোড়' বলে লোকমুখে প্রচলিত ছিলো। তবে সম্প্রতি কাশ্মীরে পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার ঘটনার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়িয়েছে দেশজুড়ে। এই আবহে শিলিগুড়িতে ওই 'পাকিস্তান মোড়ে'র নাম বদলের দাবিতে সরব হয়েছিল বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। সোমবার মহামঞ্চের সদস্যরা মাটিগাড়ার ওই মোড়ের নাম বদলে 'ভারতমাতা মোড়' নাম রাখে। লাগানো হয় পোস্টার। তবে ওই নাম রাখতে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় মহামঞ্চের সদস্যদের। নামে কোনও অসুবিধা না হলেও প্রশাসন ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাউকে না জানিয়ে ও স্থানীয় এলাকাবাসীদের না জানিয়ে নিজেদের মতো নাম রাখায় প্রতিবাদ জানায় এলাকাবাসীরা। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হেমলাল ছেত্রী ও মাটিগাড়া থানার পুলিশ। তারা পৌঁছলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ফের ওই মোড়ের নাম পরিবর্তন করা হয়।

সাঁওতালি ভাষায় উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্য প্রথম দিনমজুরের মেয়ে

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

সাঁওতালি ভাষায় উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম ঝাড়গ্রামের দিনমজুর বাড়ির মেয়ে মিনতি হেমব্রম। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশের পর খবর মিনতি সাঁওতালি মাধ্যমে রাজ্যের মধ্যে প্রথম। সাঁওতালি এই কৃতি কন্যা ঝাড়গ্রাম একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় থেকে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। তবে বহু প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে মিনতির এই সাফল্য। মিনতি হেমব্রম সাঁওতালি ভাষায় ৪৭৩ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় রাজ্যে প্রথম। কেবল গোপীবল্লভপুর জঙ্গলমহল নয়। সারা ঝাড়গ্রাম সহ পশ্চিমবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করেছে সে। মা দিনমজুর। বাবা পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন। নিজের জেদ কে সামনে রেখে আজ রাজ্যে প্রথম। মিনতির বাড়ি গোপীবল্লভপুরের কাঁদনাশোল গ্রামে। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাঁর এই সাফল্যে খুশি পরিবারের সদস্যরা। জানা গিয়েছে মিনতির বাবা গত পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছেন। পরিবারের রোজগার একমাত্র মা সালমা হেমব্রম এর উপর নির্ভরশীল। ঝাড়গ্রাম একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় এর ছাত্রী মিনতি হেমব্রম। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মিনতি জানায় আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের পাশে দাঁড়ানোই তার একমাত্র লক্ষ্য।ভবিষ্যতে সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে সফল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

(১ম পাতার পর)

প্রত্যাঘাতের কথা স্বপ্নেও ভাববেন না', অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানকে সতর্ক করল আমেরিকা

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে ভারতের।

পহেলগামে জঙ্গি হামলা ও ২৬ মৃত্যুর বদলার হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিল ভারত (India)। হামলার ঠিক ১৫ দিনের মাথায় মঙ্গলবার মাঝরাতে নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে ৯টি জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা (Attack) চালায় ভারত। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় লস্কর ই তইবা-সহ অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের হেডকোয়ার্টার। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিঁদুর। এই হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে পাকিস্তান (Pakistan)। তাঁদের দাবি, হামলার জেরে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও জানা যাচ্ছে, অন্তত ৯০ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে এই হামলায়। আহত হয়েছেন আরও বহু। ভারতের হামলার পরই পালটা জবাবের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিবৃতি পেশ করা হয় পাকিস্তানের তরফে।

পরিস্থিতি যুদ্ধের দিকে গড়াতে পারে এই আশঙ্কায় এবার তৎপর হল আমেরিকা। হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভারতের হামলা ও পাকিস্তানের পালটা জবাবের হুঁশিয়ারির পর পাকিস্তানের নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। পাকিস্তানকে স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে ভারতের। এই হামলার পর কোনও রকম হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিয়ে পাকিস্তানকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

(১ম পাতার পর)

অপারেশন সিঁদুরের পর সিঁদুরে মেঘ দেখছে পাকিস্তান! সেনাকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দিয়ে যুদ্ধের বার্তা

পাকিস্তান। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ মৃত্যুর বদলা নিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা। গভীর রাতে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯ জায়গায় জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র। এই হামলায় বাহওয়ালপুরে জইশ-ই-মহম্মদ, মুরাক্কায় লস্কর-ই-তৈবা ও হিজবুল মুজাহিদিনর সদর দপ্তর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর। গোটা অপারেশনের নজরদারিতে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাতেই মন্ত্রকের তরফে হামলার বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তাতে জানানো হয়েছে, পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীরে ৯টি জায়গায় জঙ্গি পরিকাঠামো লক্ষ্য করে 'প্রিসিশন স্ট্রাইক' করা হয়েছে। যে সব জায়গায় বসে ভারতে সন্ত্রাসবাদী হানার পরিকল্পনা হয়েছিল এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই ভারত আঘাত হেনেছে। পাক সরকারের তরফ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।সেখানে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গি শিবিরের উপস্থিতি নিয়ে ভারতের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ২২ এপ্রিলের ঘটনার পরই এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তান ভারতকে স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটি গৃহীত হয়নি।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'যে সমস্ত জায়গায় সাধারণ মানুষের বসবাস, ভারত সেখানে হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তান সঠিক সময়ে এর যোগ্য জবাব দেবে। এটা পাকিস্তানের অধিকার।' সেনাকে ইতিমধ্যেই 'পূর্ণ স্বাধীনতা' স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।

নয়াদিল্লির হাতে সপাটে থাপ্পড় খেয়ে সকালেই প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'কাপুরুষের মতো পাকিস্তানের পাঁচটি অঞ্চলে হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলা যুদ্ধাপরাধ। এর পালটা জবাব দেওয়ার অধিকার পাকিস্তানের রয়েছে। ইতিমধ্যেই তা শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা এর যোগ্য জবাব দেব। পুরো পাকিস্তান সেনার পাশে রয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী জানে কীভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়।' পাশাপাশি তিনি আরও জানান, 'আমরা শত্রুর খারাপ উদ্দেশ্য সফল হতে দেব না।'

পাক সেনার কাঁধে জঙ্গিদের কফিন, তাদেরই 'জামাই আদর করে' মাটি দিল পাকিস্তান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নয়া দিল্লি: কতটা নির্লজ্জ পাকিস্তান! 'অপারেশন সিঁদুরে' খতম হওয়া যে সকল জঙ্গি রয়েছে, তাদের কফিনে পাকিস্তানের পতাকায় মুড়ে নিয়ে যাওয়া হল। শুধু কী তাই, শেষকৃত্যের সময় আবার গাওয়া হল জাতীয় সঙ্গীত। জঙ্গি ইয়াকুব মুঘলের কবরে মাটি দিলেন পাক সেনারা।কিন্তু এই সবের পরও কী দেখা গেল? বিভিন্ন দেশ যাদের জঙ্গি বলছে, তাদেরই দেহকে কফিনের মধ্যে কখনও জাতীয় পতাকা, কখনও জাতীয় সঙ্গীত গাইছে। কোথাও আবার সেনারা কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে জঙ্গীদের দেহ। এই ছবি সামনে আসার পরই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ মহল বলতে শুরু করেছে, এর থেকেই তো প্রমাণিত হচ্ছে জঙ্গিদের মদত দেয় পাকিস্তান, অথবা তাদের 'ফান্ডিং' করে।বলা ভাল জঙ্গিদের পুরো রাষ্ট্রীয় সম্মান দিল পাক-সেনা। 'অপারেশন সিঁদুরের' সময় ভারত বারেবারে বলেছে জঙ্গিদের খতম করাই ভারতের মুল লক্ষ্য। সেখানকার সাধারণ নাগরিক বা পাক সেনা তাঁদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য শুধুমাত্র জঙ্গিঘাঁটি এবং জঙ্গিরা।

সেই মতো বিভিন্ন গোয়েন্দাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২১টির মধ্যে ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে রাতের বেলা। শুধু তাই নয়, সরকারিভাবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার আবার প্রমাণও দেওয়া হয়েছে। ভারত এও জানিয়েছে, এই সব এলাকায় কীভাবে জঙ্গিরা নিজেদের কার্যকলাপ চালাত।

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানে ভারতের স্ট্রাইকে শেষ পরিবার, মাসুদ বলছে, 'কোনও আফশোস নেই,

পহেলগাঁওয়ের বদলা নিতে পাকিস্তানে স্ট্রাইক চালিয়েছে ভারত। তাতে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের পরিবারের লোকজন মারা গিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। মাসুদ নিজেও খবরের সৎয়তা স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু সে জানিয়েছে, তার কোনও আফশোস নেই। কোনও হতাশাও নেই মনে।পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিদের মোট নয়টি ঘাঁটিকে নিশানা করে ভারত। মাত্র ২৫ মিনিট চলে সেনা অভিযান। ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্মার্ট বোমা ছুড়ে পর পর জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। মোট ২৪টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় বলে জানা গিয়েছে। সবমিলিয়ে ৭০-৮০ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে নিরীহ ২৬ ভারতীয় হত্যার বদলা নিতেই এই অভিযান চালায় ভারতের সেনা, নৌসেনা, বায়ুসেনা।জানিয়েছে, ভারতের স্ট্রাইকে মাসুদের বড় দিদি, জামাইবাবু, ভাগ্নে, ভাগ্নের স্ত্রী, এক ভাগ্নী এবং পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের ১০ সদস্যের মৃত্যুর খবরে সিলমোহর দিয়েছে মাসুদ নিজেও। সেই সঙ্গে নিজের চার সহযোগীর মৃত্যুর কথাও জানিয়েছে। বাহওয়ালপুরে জইশের ঘাঁটি জামিয়া মসজিদ সুভান আল্লা গুঁড়িয়ে দেয় ভারত, তাতেই সকলের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

মাসুদকে উদ্ধৃত করে যে বক্তব্য ছাপা হয়েছে, তা হল, 'আমার পরিবারের ১০ সদস্যের একসঙ্গে সুখপ্রাপ্তি হয়েছে। পাঁচ নিরাপরাধ শিশু ছিল। আমার দিদি, ওর স্বামী, আমার ভাগ্নে, তার স্ত্রী, আমার প্রিয় ভাগ্নীও ছিল। আমার ভাই হুজাইফা (সহযোগী) ওর মা, আরও দু'জন ছিল ওখানে'। তবে কোনও আফশোস বা হতাশা নেই বলে জানিয়েছে মাসুদ। তার কথায়, 'বরং আমার মনে বার বার একটি কথাই উদয় হচ্ছে, ওদের সঙ্গে সুখের কাফিলায় আমিও শামিল হতে পারতাম। ওদের যাওয়ার সময় হয়েছিল। কিন্তু উপরওয়ালা ওদের হত্যা করেননি'।

৫৬ বছর বয়সি মাসুদকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। ভারতে একাধিক নাশকতায় তার সংযোগ উঠে এসেছে। সেই তালিকায় রয়েছে, ২০০১ সালের সংসদভবন হামলা, ২০০৮ সালের মুম্বই হামলা, ২০১৬ সালের পাঠানকোট হামলা এবং ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলা। মাসুদ পাকিস্তানেই আছে বলে বার বার জানিয়েছে ভারত। পাকিস্তান যদিও বরাবর সেই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে।

পাকিস্তানের অন্যতম বড় শহর বাহওয়ালপুর। সেখানেই জইশের ঘাঁটি ছিল। ভারত বিরোধী নাশকতার ছকও সেখানেই কষা হতো। ১৯৯৪ সালে মাসুদকে গ্রেফতারও করে ভারত। কিন্তু Air India IC 814 বিমান হাইজ্যাকের সময় যাত্রীদের মুক্তির শর্ত হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ এশিয়া জুড়েই মাসুদের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(কুড়িতম পর্ব)

রানীকে ফিরিয়ে আনলেন। তারপর খুব ঘটা করে লক্ষ্মী পুজো করে আবার সব ফিরে পেলেন।সেই থেকে প্রচলিত হও শুরু হলো মা লক্ষ্মী দেবীর ধর্মের ইতিহাস।ধন ও সৌভাগ্যের দেবী মা লক্ষ্মী। অবাঙালিদের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার রেওয়াজ কালীপূজা বা দিওয়ালির দিনে। কিন্তু বাঙালির ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মী পূজিতা হন দেবীপক্ষের শেষের এই পূর্ণিমাতে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার চল রয়েছে। তবে রীতিতে ফারাক রয়েছে দুই বাংলার। পশ্চিমবঙ্গে পূজা হয় মূলত মাটির প্রতিমায়, কিন্তু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

নিরীহ ভারতীয় গ্রামবাসীদের ওপর পাল্টা গোলাবর্ষণ পাকিস্তানের, মৃত বেড়ে ১৫, জবাব দিচ্ছে ভারতও,

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নয়া দিল্লি: অপারেশন সিঁদুর এখনও জারি, জানাল ভারতীয় সেনা। ভারতের প্রত্যাঘাতে নিকেশ শতাধিক জঙ্গি। কিন্তু প্রত্যাঘাতের শিক্ষা নেই পাক সেনার। পাল্টা হামলা পাকিস্তানের। প্রাণ হারালেন ১৫ জন নিরীহ ভারতীয়। আহত কমপক্ষে ৪৩ জন। জানা যাচ্ছে, অপারেশন সিঁদুরের জবাব দিতে পাকিস্তান যখন গোলাগুলি-শেল ছুড়তে শুরু করে।ভারতীয় সেনার তরফে যে বিশেষ ধরনের অস্ত্র, বিশেষ করে যে স্পেশ্যালাইজড ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছিল, তা আগে কখনও ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্যবহার করেনি। প্রথমে জঙ্গিঘাঁটিগুলোর ছবি তোলা, তারপর সেখানে মিসাইল ফায়ার করা। ড্রোন দিয়েই প্রথম হয় হামলা। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, পাকিস্তানের জঙ্গিঘাঁটিগুলোর ছবি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেনার ওয়্যার কন্ট্রোলরুমে চলে আসে। জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ

(৪ পাতার পর)

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এও শুনেছি পড়ি নামক কোন সুন্দরী মহিলা এসে পবিত্র সুন্দর ছেলে ও মেয়েদেরকে নাকি তুলে নিয়ে চলে যায় পরী। এসব ছিল গল্প কথা। বহু মানুষ গিয়ে সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা মন্দির ~তন্ত্রসাধকদের এক অনন্য পবিত্র তীর্থ , দশমহাবিদ্যা সাধনা লাভ করেছে অনেকে ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মহাকাশ অনুসন্ধান-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন (গ্লেক্স), ২০২৫-এ ভাষণ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ মে, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গ্লোবাল কনফারেন্স অন স্পেস এক্সপ্লোরেশন (গ্লেক্স), ২০২৫-এ ভাষণ দেন। সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ, বিজ্ঞানী এবং মহাকাশচারীদের স্বাগত জানিয়ে মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন তিনি। ১৯৬৩ সালে ক্ষুদ্র রকেট উৎক্ষেপণ থেকে শুরু করে প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ভারতের পা রাখার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, 'ভারতীয় রকেটগুলি শুধুমাত্র ভার বহনই করছে না, সেগুলি ১৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্নকেও বহন করে।' একসঙ্গে ১০০টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ৩৪টি দেশের ৪০০-র বেশি উপগ্রহ উৎক্ষেপণে ভারতের উৎক্ষেপণ যান ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ফের দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ভারতের মহাকাশ অভিযান শুধুমাত্র অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা নয়, এর লক্ষ্য হল, সকলে মিলে এক মহান উচ্চতায় পৌঁছনো। মানুষের কল্যাণে মহাকাশ অনুসন্ধানের সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর জোর দেন তিনি।

ভারতের প্রথম মনুষ্যবাহী মিশন 'গগনযান' দেশের মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বার্তা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী। ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদের মাটিতে ভারতীয় মহাকাশচারীর পা রাখার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন তিনি। ভারতের আগামী দিনের মহাকাশ মিশনে মঙ্গল ও শুক্র গ্রহকে প্রাধান্য দেওয়ার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ভারতের কাছে মহাকাশ শুধুমাত্র অনুসন্ধানের জায়গা নয়, এটি ক্ষমতায়নেরও ক্ষেত্র। মহাকাশ প্রযুক্তি কীভাবে প্রশাসন পরিচালনা, জীবনজীবিকার উন্নতিতে ভূমিকা পালন করে চলেছে, সেকথাও উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। প্রত্যেক ভারতীয়ের কল্যাণে উপগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ভারতে এখন ২৫০টির বেশি মহাকাশ স্টার্ট-আপ কাজ করে চলেছে। ভারতের অনেক মহাকাশ মিশনে মহিলা বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বের কথাও গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, 'বসুধৈব কুটুম্বকম' প্রাচীন এই দর্শনের মধ্যেই ভারতের মহাকাশ ভাবনা নিহিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের মহাকাশ যাত্রা শুধুমাত্র নিজের অগ্রগতির জন্য নয়, এর মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করছে ভারত। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। বিজ্ঞান এবং যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মহাকাশ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার ডাক দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রশিক্ষণ দানে ভারতের নির্বাচন কমিশনের মাইলফলক-ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের ২,৩০০ জনেরও বেশি নির্বাচনী কর্মীর আইআইআইডিইএম-এ প্রশিক্ষণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের নির্বাচন কমিশন তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি থেকে ক্ষেত্রীয় পর্যায়ে যুক্ত নির্বাচনী কর্মীদের তামিল ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। দিল্লির আইআইআইডিইএম-এ এই মিশ্র-ব্যাচের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২৯৩ জন অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে ২৬৪ জন বিএলও সুপারভাইজার, ১৪ জন ইআরও এবং ২ জন ডিইও সহ অন্য আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছেন।

উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার বলেন, বিএলও-রা হলেন ভোটারদের সঙ্গে ভারতের নির্বাচন কমিশনের যোগাযোগের প্রথম মাধ্যম। তাই সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহে আইআইআইডিইএম-এ আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রায় ২,৩০০ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। দুদিনের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আগামী কয়েক বছরে দেশের ১ লক্ষেরও বেশি বিএলও সহ নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সকল স্তরের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে আসবে।

ফর্ম ৬, ৭ এবং ৮ সহ বিভিন্ন ফর্মের নির্ভুল পূরণ নিশ্চিত করার জন্য বিএলও সুপারভাইজারদের বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ রয়েছে। এই বিএলও সুপারভাইজারদের অন্যান্য বিএলও-দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিধানসভা স্তরে মাস্টার ট্রেনার হিসেবে নিযুক্ত করা হবে।

বিশ্ব মহাকাশ অভিযান সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা

নয়াদিল্লি, ০৭ মে, ২০২৫

মাননীয় প্রতিনিধিবর্গ, সমবেত বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, মহাকাশচারী এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বন্ধুগণ।

নমস্কার!

বিশ্ব মহাকাশ অভিযান সম্মেলন ২০২৫ – এ আপনাদের মুখোমুখী হতে পেরে আনন্দিত। মহাকাশ শুধুমাত্র একটি গন্তব্য নয়। ঔৎসুক্য, সাহসিকতা এবং সম্মিলিত অগ্রগতির এক অভিন্ন পরিসর এই ক্ষেত্রটি। ভারতের মহাকাশ যাত্রায় এই আদর্শই প্রতিফলিত। ১৯৬৩ সালে একটি ছোট্ট রকেট উৎক্ষেপণের পর ক্রমে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনোর কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে ভারত। আমাদের রকেট নিছক কিছু সরঞ্জামই নয়, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্নকেও বহন করে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা মাইলফলক স্পর্শ করায় ভারতের সাফল্য সুবিদিত। এরই সঙ্গে এই দক্ষতা মানবাত্মার অদম্য স্পৃহাকেও তুলে ধরে। ২০১৪'য় প্রথমবারের চেষ্টাতেই মঙ্গলগ্রহে পৌঁছনোর গৌরব অর্জন করেছে ভারত। চন্দ্রযান-১ চাঁদের মাটিতে জলের সন্ধান পেতে সহায়ক হয়েছে। চন্দ্রযান-২ চাঁদের স্পষ্টতম ছবি পৌঁছে দিয়েছে আমাদের কাছে। চন্দ্রযান-৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে আমাদের আরও ভালোভাবে অবহিত করেছে। রেকর্ড সময়ে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন তৈরি করেছি আমরা। একটি মাত্র উৎক্ষেপণে ১০০টি উপগ্রহকে আমরা বহির্বিশ্বে পাঠিয়েছি। আমাদের উৎক্ষেপণ যানে সওয়ার হয়ে ৩৪টি দেশের ৪০০টিরও বেশি উপগ্রহ মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে। এই বছর আমরা মহাকাশে ২টি উপগ্রহকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি, যা এক বিরাট সাফল্য।

বন্ধুগণ,

ভারতের মহাকাশ যাত্রা কেবলমাত্র অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা নয়, তা উচ্চ থেকে উচ্চতর গন্তব্যে পৌঁছনোর লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত। আজ মানব সভ্যতার কল্যাণের অভিন্ন আদর্শে আমরা ব্রতী। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির হয়ে আমরা একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছি। জি-২০'র সভাপতিত্বের সময় আমরা জি-২০ উপগ্রহ অভিযানের যে ঘোষণা করেছি, তা হয়ে উঠবে দক্ষিণী বিশ্বের জন্য এক অনন্য উপহার। আমরা এগিয়ে চলেছি নতুন প্রত্যয়ের সঙ্গে, অতিক্রম করে চলেছি বৈজ্ঞানিক অভিযানের একের পর এক মাইলফলক। এই দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আরও তুলে ধরবে আমাদের প্রথম মানববাহী উপগ্রহ 'গগনযান'। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের একজন মহাকাশচারী ইসরো – নাসা কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছে যাবেন। ২০৩৫ সাল নাগাদ চালু হয়ে যাবে ভারতীয় অন্তরীক্ষ কেন্দ্র, যা গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন এক দিগন্ত খুলে দেবে। ২০৪০ সাল নাগাদ ভারতীয় নাগরিকের পদচিহ্ন আঁকা হয়ে যাবে চাঁদের বুকে। মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ নিয়েও বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করছি আমরা।

বন্ধুগণ,

ভারতের কাছে মহাকাশ ক্ষেত্রটি একইসঙ্গে অভিযানের ও ক্ষমতায়নের। এ সংক্রান্ত কর্মসূচি প্রশাসনকে শক্তিশালী করে, জীবিকার সুযোগ বাড়ায় এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা দেয়। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা থেকে গতিশক্তি মঞ্চ, রেল নিরাপত্তা থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস – সবক্ষেত্রেই আমাদের উপগ্রহগুলি প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কল্যাণে কাজ করে চলেছে। মহাকাশ ক্ষেত্রকে আমরা স্টার্টআপ এবং তরুণ উদ্যোগপতিদের সামনে খুলে দিয়েছি। আজ ভারতে মহাকাশ ক্ষেত্রে কাজ করছে ২৫০টিরও বেশি স্টার্টআপ। উপগ্রহ প্রযুক্তি, ইমেজিং সহ নানা বিষয়ে অত্যাধুনিক প্রণালীর সন্ধান দিচ্ছে এইসব সংস্থা। আরও আনন্দের কথা হ'ল যে, আমাদের বহু কর্মসূচিরই নেতৃত্বে রয়েছেন মহিলারা।

বন্ধুগণ,

মহাকাশ অভিযানের বিষয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ সারা বিশ্ব একই পরিবার – এই মন্ত্রের উপর আধারিত। আমরা কেবলমাত্র নিজের উন্নতিতেই ক্ষান্ত নয়, উন্নত করতে চাই সারা বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারকে। সকলের সামনে থাকা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা এবং পরবর্তী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। একইসঙ্গে স্বপ্ন দেখা, নির্মাণ করা এবং দূর নক্ষত্র মণ্ডলীতে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলি আমরা। বিজ্ঞানের পথে এগিয়ে উন্নতর ভবিষ্যৎ গঠনে অভিন্ন স্বপ্নকে পাথেয় করে নতুন এক অধ্যায়ের রচনায় কাজ শুরু করা যাক। ভারতে সফল ও মনোরম সফরের জন্য আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

ধন্যবাদ।

মহাকাশ অনুসন্ধান-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন (গ্লেক্স), ২০২৫-এ ভাষণ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ মে, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গ্লোবাল কনফারেন্স অন স্পেস এক্সপ্লোরেশন (গ্লেক্স), ২০২৫-এ ভাষণ দেন। সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ, বিজ্ঞানী এবং মহাকাশচারীদের স্বাগত জানিয়ে মহাকাশ ক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন তিনি। ১৯৬৩ সালে ক্ষুদ্র রকেট উৎক্ষেপণ থেকে শুরু করে প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ভারতের পা রাখার কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, 'ভারতীয় রকেটগুলি শুধুমাত্র ভার বহনই করছে না, সেগুলি ১৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বপ্নকেও বহন করে।' একসঙ্গে ১০০টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ৩৪টি দেশের ৪০০-র বেশি উপগ্রহ উৎক্ষেপণে ভারতের উৎক্ষেপণ যান ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ফের দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ভারতের মহাকাশ অভিযান শুধুমাত্র অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা নয়, এর লক্ষ্য হল, সকলে মিলে এক মহান উচ্চতায় পৌঁছনো। মানুষের কল্যাণে মহাকাশ অনুসন্ধানের সম্মিলিত প্রয়াসের ওপর জোর দেন তিনি।

ভারতের প্রথম মনুষ্যবাহী মিশন 'গগনযান' দেশের মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বার্তা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী। ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদের মাটিতে ভারতীয় মহাকাশচারীর পা রাখার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন তিনি। ভারতের আগামী দিনের মহাকাশ মিশনে মঙ্গল ও শুক্র গ্রহকে প্রাধান্য দেওয়ার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ভারতের কাছে মহাকাশ শুধুমাত্র অনুসন্ধানের জায়গা নয়, এটি ক্ষমতায়নেরও ক্ষেত্র। মহাকাশ প্রযুক্তি কীভাবে প্রশাসন পরিচালনা, জীবনজীবিকার উন্নতিতে ভূমিকা পালন করে চলেছে, সেকথাও উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। প্রত্যেক ভারতীয়ের কল্যাণে উপগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ভারতে এখন ২৫০টির বেশি মহাকাশ স্টার্ট-আপ কাজ করে চলেছে। ভারতের অনেক মহাকাশ মিশনে মহিলা বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বের কথাও গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

শ্রী মোদী বলেন, 'বসুধৈব কুটুম্বকম' প্রাচীন এই দর্শনের মধ্যেই ভারতের মহাকাশ ভাবনা নিহিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের মহাকাশ যাত্রা শুধুমাত্র নিজের অগ্রগতির জন্য নয়, এর মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করছে ভারত। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন তিনি। বিজ্ঞান এবং যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মহাকাশ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার ডাক দেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর ৬ পাতায়

নিরীহ ভারতীয় গ্রামবাসীদের ওপর পাল্টা গোলাবর্ষণ পাকিস্তানের, মৃত বেড়ে ১৫, জবাব দিচ্ছে ভারতও

কোথায় চলছে, তা বোঝা অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছিল ভারতীয় সেনার কাছে। বেছে বেছে সেই সব ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালানো হয়।পুঞ্চ ও তাংধর এলাকায় চলে বেপরোয়া বোমা বর্ষণ। তাতে ১৫ জনের মৃত্যু হয়। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলোর শিরদাঁড়া ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারত। একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে, দেখা যাচ্ছে, এখনও শেলিং করছে পাকিস্তান।

প্রত্যাঘাত করছে ভারতীয় সেনাও। 'ভারত মাতা কী জয়' বলে জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনা। অপারেশন সিঁদুরের আগে ভারতের কৌশলই বুঝতে পারেনি পাকিস্তান। পাকিস্তান সেনার কাছে কোনও খবরই ছিল না, ভারতীয় সেনা কীভাবে স্ট্রাইক করবে।

সিনেমার খবর

সুখী দাম্পত্যের ‘রহস্য’ ফাঁস করলেন আনুশকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

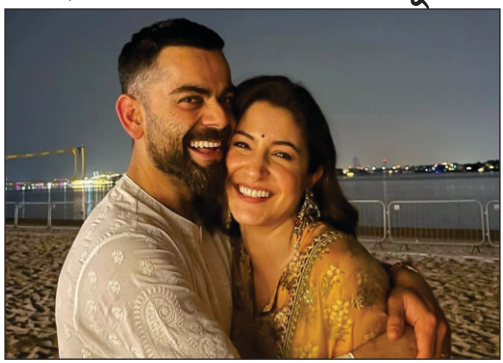

২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ইতালিতে বিয়ে করেন ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা জুটি বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মা। তারপর থেকে দীর্ঘ ৭ বছরের সুখী দাম্পত্য বিরুষ্কার। তাদের এই সুখের সংসারে রয়েছে দুই সন্তান। ভামিকা ও আকায়। তবে আজকাল যেখানে বলিউড থেকে ক্রিকেট একের পর এক তারকার সম্পর্ক ভাঙার খবর মেলে, সেখানে বিরাট-আনুশকার সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু কোনও নেতিবাচক খবর সামনে আসেনি। তাদের সম্পর্ক বিয়ের এত বছর পরেও বেশ মজবুত।

একবার তাদের এই সুখী এবং মজবুত সম্পর্কের ‘রহস্য’ (সিক্রেট) নিজেই ফাঁস করেছিলেন আনুশকা শর্মা। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, কিভাবে তাদের দু’জনের সম্পর্কের সমীকরণটা বেশ মধুর।

আনুশকার কথায়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, বোঝাপড়া এবং ব্যক্তিগত ছোট-বড় সকল বিষয়ে একে অপরের পাশে থাকা ভীষণ প্রয়োজনীয়, এটাই যেকোনও সম্পর্ককে মজবুত করে।

একইসঙ্গে আনুশকা মনে করেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে একে অপরকে স্পেস দেওয়াটা ভীষণ প্রয়োজন। তার কথায়, সম্পর্ক সুন্দর রাখতে পুরুষ-নারী দু’জনেরই সমান ভূমিকা থাকা দরকার।

অভিনেত্রী মনে করেন, একজন প্রকৃত ভদ্র লোক সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। প্রাণী থেকে মানুষ সকলের প্রতি দয়াশীল হওয়াও প্রয়োজনীয়। আর যেকোনও সম্পর্কে ভালো শ্রোতা হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। সবচেয়ে বড়কথা অহংকারবোধ পাশে সরিয়ে রেখে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আর এই সবগুলো দিক ঠিকঠাক এগিয়ে গেলেই একটা সম্পর্ক মজবুত হয়।

আনুশকার কথায়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে রসবোধ থাকাও দরকারি। তারা একসঙ্গে থাকলে বোর্ড গেমে তিনি বিরাটকে কীভাবে হারিয়ে দেন, তাকে কীভাবে উত্যক্তও করেন, সেকথাও জানান অভিনেত্রী।

যে কারণে যুক্তরাজ্য সফর স্থগিত করলেন সালমান খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কাশ্মীরের পাহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর গোটা ভারতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এর প্রভাব পড়েছে বিনোদন জগতেও। এই পরিস্থিতিতে, বলিউড সুপারস্টার সালমান খান তার যুক্তরাজ্য সফর ও 'দ্য বলিউড বিগ ওয়ান' শো স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

সোমবার ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে সালমান খান জানান, আগামী ৪ ও ৫ মে ম্যানচেস্টার ও লন্ডনে অনুষ্ঠেয় এই বিশেষ শো আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। সালমান ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার কথা ছিল বলিউড তারকা সারা আলি খান, বরুণ ধাওয়ান, মাধুরী দীক্ষিত, টাইগার শ্রফ, কৃতি স্যানন এবং সুনীল গ্রোভারসহ আরও অনেকের।

পোস্টে সালমান খান লেখেন, কাশ্মীরে সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ঘটনার প্রেক্ষিতে, আমরা গভীর দুঃখের সাথে ‘দ্য বলিউড বিগ ওয়ান’ শো স্থগিত করার কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা বুঝতে পারছি আমাদের ভক্তরা এই অনুষ্ঠানগুলোর জন্য কতটা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তবে এই শোকের সময়ে আমাদের থেমে যাওয়াই উচিত। এই কারণে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এবং সকলের সমর্থন ও বোঝাপড়ার জন্য কৃতজ্ঞ। শিগগিরই নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে মার্কিন অভিনেতা কেভিন হার্টও তার ভারত সফর স্থগিত করেছেন পাহেলগাঁও হামলার পরিপ্রেক্ষিতে।

দুই প্রজন্মের সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প ‘আমার বস’

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মা-ছেলের স্নেহ ভালোবাসার সম্পর্ক, জটিলতা এবং দুই প্রজন্মের সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্পে ‘আমার বস’ সিনেমার ট্রেইলার সাজানো হয়েছে।

আগামী ৯ মে মুক্তি সামনে রেখে সিনেমার ট্রেইলার এসেছে প্রকাশ্যে। ‘আমার বস’ সিনেমায় মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী রাখী গুলজার। আর ছেলের চরিত্রটি করেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই সিনেমা দিয়ে দীর্ঘ ২২ বছর পর বাংলা সিনেমায় ফিরছেন রাখী।

ভিডিওতে দেখানো হয়েছে, ছেলে তার অফিসে কাজের চাপ এবং কর্মীদের নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েন। অফিসে তার পরিচয় একজন ‘রাগী বস’ হিসাবে। অন্যদিকে বাড়িতে তার বৃদ্ধা মায়েরও বায়নার অন্ত নেই। কখনো গৃহকর্মীকে কাঁটা চামচ নিয়ে ভয় দেখান, কখনো খাওয়াতে গেলে কামড়ে দেন হাত।

সেই মা একদিন ঠিক করেন বদমেজাজি ছেলের মেজাজ ঠিক করতে তিনি অফিসে যাবেন। এরপর ছেলের অফিসে যোগ দিয়ে কর্মীদের বয়স্ক বাবা-মায়েদের জন্য তিনি তৈরি করেন একটি ডে কেয়ার সেন্টার। যা নিয়ে ছেলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হয় মায়ের।

দীর্ঘ বিরতির পর কলকাতার পরিচালক জুটি নন্দিতা রায়-শিবপ্রসাদ মুখার্জি তাদের ‘আমার বস’ সিনেমায় রাখীকে ফিরিয়ে আনছেন। গেল বছর সিনেমার শুটিং হয়েছে। গোয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ইতোমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে সিনেমাটি

বুমরাহকে নিয়ে রবি শাস্ত্রীর পরামর্শ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শর্তসাপেক্ষে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জাসপ্রিত বুমরাহকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্রাম এবং সুস্থ থাকলে কমপক্ষে চারটি টেস্ট খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন রবি শাস্ত্রী। শারীরিকভাবে বুমরাহ কতটা ফিট সেটিই হচ্ছে শর্ত। যদি ঠিক থাকেন এবং পারফর্ম ভালো করেন, তবে বাড়বে টেস্ট খেলার সংখ্যা।

ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও প্রধান কোচ মনে করেন, বুমরাহকে নিয়ে ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে পাঁচটি টেস্ট খেলবে ভারত। সেখানে সাদা পোশাকে ফিরবেন পিঠের চোটে ভোগা বুমরাহ। শাস্ত্রী চান, মোহাম্মদ শামি ও মোহাম্মদ সিরাজের সঙ্গে পেসজুটিতে থাকুক বুমরাহ। তবে যদি-কিন্তু আছে...

শাস্ত্রী বলেছেন, 'আমি হলে দুটো টেস্ট খেলিয়ে বিশ্রাম দিতাম বুমরাহকে। ওকে চারটা টেস্ট খেলানো অবশ্য উচিত। কীভাবে বুমরাহ সিরিজ শুরু করছে তার উপর নির্ভর করবে পাঁচটা টেস্ট খেলানো হবে কি না। তবে অন্তত একটা ম্যাচ বিশ্রাম পেলে ভালো হয়।'

আইপিএল শেষ হলেই রোহিত শর্মার দল চড়বে ইংল্যান্ডের বিমানে। সেখানে ভিন্ন ভেন্যুতে বসবে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ। শাস্ত্রীর মতে, পেস কন্ডিশনে শামি-সিরাজ-বুমরাহ ত্রয়ী হতে পারে ইংলিশদের ত্রাস। সিরাজের প্রশংসা করেছেন শাস্ত্রী। একই সঙ্গে খেলোয়াড়দের সুস্থ থাকার কথাও বলেছেন।

শাস্ত্রী জানিয়েছেন, 'সিরাজ, শামি এবং বুমরাহ যদি সুস্থ থাকে, ওরা ইংল্যান্ডের জন্য সমস্যা তৈরি করবে। এই তিনজন সুস্থ থাকলে দুর্দান্ত পেস আক্রমণ তৈরি হয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে সুযোগ না পেয়ে সিরাজের খারাপ লেগেছিল। এটা আমার ভাল লাগে। সিরাজ নিজেকে আবার তৈরি করেছে। আইপিএলে ও আবার ফিরে এসেছে।'

২০ জুন থেকে শুরু হবে সাদা পোশাকের লড়াই। শেষ টেস্ট ৩১ জুলাই শুরু। ম্যাচগুলি যথাক্রমে হেডিংলে, এজবাস্টন, লর্ডস, ম্যানচেস্টার এবং ওভালে খেলা হবে। এখনও সিরিজের দল দেয়নি ভারত বা ইংল্যান্ডের কেউ।

পদ্মশ্রী গ্রহণ করলেন অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঘোষণা হয়েছিল আগেই। এ বার তুলে দেওয়া হলো পুরস্কার। আজ ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ ও পদ্মভূষণ পুরস্কার দেওয়া হয়।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ভারত সরকার পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী পদ্মশ্রী পুরস্কারের তালিকায় নাম ছিল রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। ভারতীয় ক্রিকেটে তার অবদানের জন্য তাকে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাবেক হকি তারকা পি আর শ্রীজেশের নাম ছিলও পদ্ম সম্মান প্রাপকদের তালিকায়।

আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি অনুষ্ঠানের অশ্বিনের হাতে তুলে দেওয়া হয় পদ্মশ্রী। অশ্বিনের পাশাপাশি পদ্মশ্রী পান স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সাবেক চেয়ারপার্সন অরুন্ধতী ভট্টাচার্য ও শিল্পপতি পবন কুমার গোয়েঙ্কা। এদের পাশাপাশি পদ্মবিভূষণ ও পদ্মভূষণ প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার।

২০২৪ সালের শেষের দিকে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তবে তিনি খেলা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি এখন আইপিএল খেলছেন। অশ্বিন অবসর নেওয়ার পরেই তাকে পদ্ম সম্মানের তালিকায় যোগ করা হয়।

পরিসংখ্যান বলছে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক উইকেট শিকারীর নাম অনিল কুম্বলে। ৫৩৭ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন আর অশ্বিন।পরিসংখ্যান বলছে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক উইকেট শিকারীর নাম অনিল কুম্বলে। ৫৩৭ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন আর অশ্বিন।

ভারতীয় হকি দলের সাবেক গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ পেয়েছেন পদ্ম ভূষণ। ভারতের হয়ে দুটি অলিম্পিক পদক জেতেন শ্রীজেশ।

জুনেই ব্রাজিলের কোচ হচ্ছেন আনচেলত্তি?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রেকর্ড পারিশ্রমিকে জুনেই ব্রাজিল জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এমনই খবর দিয়েছেন বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো। এরই মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন। তবে সব কিছু নির্ভর করছে রিয়াল মাদ্রিদ কবে বিদায় জানায় আনচেলত্তিকে।

আর্সেনালের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায়ের পরই আসলে কার্লো আনচেলত্তির খুটি নড়বেড়ে হয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদে। কোপা দেল রে'র ফাইনালে এল ক্লাসিকো হারের মধ্য দিয়ে যা পৌঁছায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। এখন কেবল বাকি বিদায়ের আনুষ্ঠানিকতা।

এরই মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর, ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছেছেন কার্লো। দু-পক্ষের মাঝে হয়ে গেছে আনুষ্ঠানিক বৈঠক। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম 'দ্য অ্যাথলেটিক' তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এক বছরের চুক্তিতে ব্রাজিল জাতীয় দলের দায়িত্ব নেবেন কার্লো। তার মেয়াদ হবে ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। এখন সুতোটা কেবল ঝুলে আছে রিয়াল মাদ্রিদের অ্যাক্সিট প্ল্যানের ওপর।

এদিকে বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো এরই মধ্যে নিশ্চিত করেছেন আসছে জুনের শুরুতেই ব্রাজিল ফুটবলের ডাগআউটে দেখা যাবে ইতালিয়ান এই সুপার কোচের। চার জুন কনমেবল অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবে সেলেসাও। সেই ম্যাচেই অভিষেক হতে পারে আনচেলত্তির।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR